'সকল শহিদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা'

 ‘জয়গুন’

চৈত্রের মাঠের মতো অজস্র চৌচির রেখায়

আঁকিবুঁকি আঁকা মুখ তার।

মরা মাছের ঘোলাটে দৃষ্টি আজ দু’চোখ জুড়ে

স্মৃতির ক্ষরণে ভেজা ’৭১ বড় বেশি দগদগে আর সকাতর।

জয়গুন বিবি! ২৮ বছরের ভরপুর তরুনীর স্বামী

এক উদ্দাম মুক্তিযোদ্ধা। পিঠাপিঠি দু’ছেলে

দাপিয়ে বেড়ায় গ্রামময়, মাঠময়।

চমৎকার এক সুখী গৃহকোণ!

হঠাৎই যেন বিভীষিকা নেমে এল জীবনে---

১২, জুন। সময়টা ’৭১

তেল কুচকুচে ডুমুরের রাত খান খান করে দেয়

ভয়াল মেশিনগান। কলজে কাঁপানো ঠা ঠা শব্দে

জেগে ওঠে নিদপুরা গ্রাম। কেয়ামতের সেই রাতে

হিংস্র হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে রোমশ তেলতেলা পাকসেনা।

‘পালা----পালা---আরও জোরে----আরও জোরে ছোট’

আর্তকণ্ঠে বলে ওঠে মা।

হাত থেকে ছিটকে যায় নবারুণ শিশু

পালাতে থাকে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা----

পালাতে থাকে জয়গুন-----দুই হাতে তার মাণিকজোড়।

হল্ট! ভয়ংকর এক কঠিন শব্দে অবশ হয় সে

নিশ্চল গেঁথে যায় মাটিতে।

অতঃপর ঠিকানা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প।

অসংখ্য দিন কেটেছে নিষ্ফল রোদনে

কালো মৃত্যুর হাতছানিতে।

ক্লেদাক্ত, উন্মত্ত, মত্ত লোলুপতার সেই দিন-----

স্বপ্নহীন, রঙবিহীন, ফুল না ফোটা ধূসর সেই দিন

একদিন শেষ হয়।

কানে বাজে সেই অমোঘ বজ্রনিনাদ ------

‘এবারের সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম-এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম’

এ কেমন মুক্তি তার! অস্পৃশ্য, অচ্ছুত নারী আজ চির পরবাসী

অকাল বৈধব্যের আভরণ তার শীর্ণ দেহ জুড়ে।

সন্তানহীনা ধর্ষিতার ক্ষয়াটে জীবন ধুঁকে ধুঁকে আজ নিঃশেষিত---

সকাতর কণ্ঠচিরে বেরিয়ে আসে দীর্ঘশ্বাস।

তবুও কণ্ঠচিরে তার অস্ফূট ধ্বনি

‘আমি বিজয় এনেছি।’

-মাসুমা বকুল

২৩. ১২. ২০২৩খ্রি: